بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে তাবূকের যুদ্ধ এবং তাঁর শেষ জীবনের আরো কিছু যুদ্ধাভিযানের বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৫ই ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

বিগত খুতবায় হযরত কা'ব বিন মালিক এবং আরো কতিপয় সাহাবীর তাবূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার এবং এ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর অসন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল।

এই বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)ও আলোচনা করেছেন এবং জামা'তকে উপদেশ প্রদান করেছেন। এটি ১৯৩৬ সালের ঘটনা। তিনি এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেন যে, এখানে (কাদিয়ান)-এ তো আমি দেখেছি, যাদের সাথে কথা বলা নিষেধ, তারা মহল্লার আহ্‌মদীদের বাড়িতেও চলে যায়, মহল্লার লোকেরা অসচেতন থাকে যে, তারা জানতেও পারে না।

কা'ব বিন মালিকের ঘটনাটি কত শিক্ষণীয়! তিনি সমস্ত যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন, মক্কা বিজয়ের সময়ও সাথে ছিলেন, কিন্তু তাবূকের যুদ্ধে অলসতার কারণে তিনি পিছিয়ে গিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) তাঁকে এমন কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, আজকালকার লোকেরা এমন যে, যদি তাদের কিছু জবাবদিহি করা হয় বা কৈফিয়ত চাওয়া হয়, তবে তারা বলে যে, তাদের সেবা বা খেদমতের মূল্য দেওয়া হয়নি, তাদের কদর করা হয়নি। মনে রাখা উচিত যে, প্রশাসন আলাদা জিনিস এবং কাজ করা আলাদা জিনিস। আর ব্যবস্থাপনা টিকিয়ে রাখার জন্য যে ভুল করে, তাকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, সে যেই হোক না কেন। সুতরাং, আল্লাহ্‌র নির্দেশের অধীন হয়ে দ্বীনের জন্য এমন প্রচেষ্টা করো যাতে শয়তানকে তাড়িয়ে দাও, তবে কখনোই

এই জন্য করো না যাতে তোমার প্রশংসা করা হয়। এবং কাজ করার পর এটা ভেবো না যে, আমাদের ভুলের জন্য আমাদের কৈফিয়ত চাওয়া হবে না। অতঃপর আল্লাহ্‌র উপর অনুগ্রহ জাহির করো না, খোটা দেওয়া ও কষ্ট দেওয়ার পন্থা অবলম্বন করো না। সমস্ত উপায়ে ইসলামের সেবা করো। অনুগ্রহ করো না, বরং সেবা করো; আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার এটাই আবেগ হওয়া উচিত।

হুযূর আনোয়ার বলেন: তাবূকের যুদ্ধের সফর এতটাই প্রজ্ঞা ও বরকতপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছিল যে, সমগ্র আরবে মুসলমানদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই গোটা আরবে ইসলামের বিজয় পতাকা উড়তে শুরু করেছিল। এই বিষয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন যে, তাবূক থেকে ফেরার পর তায়েফের লোকেরাও আনুগত্য গ্রহণ করেছিল এবং এর পরে আরবের বিভিন্ন গোত্রও পর্যায়ক্রমে এসে ইসলামী সরকারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অনুমতি চেয়েছিল এবং এভাবে সমগ্র আরবে ইসলামের পতাকা উড়তে শুরু করেছিল।

(তাবূক থেকে) ফেরার পর একটি যুদ্ধাভিযানও (সারিয়্যা) হয়েছিল, যাকে **সারিয়্যা খালিদ বিন ওয়ালিদ** বলা হয়। একে নাজরানের একটি অংশ বানু হারিসের দিকে পাঠানো হয়েছিল। একটি বর্ণনা অনুযায়ী, এই সারিয়্যা ১০ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এই সারিয়্যার জন্য রওয়ানা হওয়ার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.) খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে এই নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, সেই গোত্রের উপর আক্রমণ করার আগে যেন তাদের তিনবার ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়, যদি তারা গ্রহণ না করে, তবেই যেন তাদের সাথে লড়াই করা হয়।

হযরত খালিদ (রা.) এই নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করেছিলেন এবং সেই সমস্ত লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। হযরত খালিদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর খেদমতে একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন, যাতে তিনি লিখেছিলেন যে, আপনার নির্দেশনা অনুযায়ী তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এখন আমি তাদের মধ্যে অবস্থান করছি এবং তাদের দ্বীনের আদেশ ও নিষেধসমূহ শিক্ষা দিচ্ছি। এরপর আপনার (সা.) পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসবে, আমি সেই অনুযায়ী আমল করব। মহানবী (সা.) সেই পত্রের উত্তরে বলেছিলেন, **তোমার পত্র থেকে জানা গেল যে, বানু হারিস ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং তুমি তাদের আল্লাহ্‌র পুরস্কারের সুসংবাদ দাও এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে সতর্ক করো, আর তাদের কয়েকজনকে নিয়ে তুমি আমার কাছে চলে এসো।** হযরত খালিদ (রা.) তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

মহানবী (সা.) **কায়স বিন হুসাইন**-কে বানু হারিসের আমির নিযুক্ত করলেন এবং শাওয়াল বা যুল কাদা মাসের শেষের দিকে তাদের বিদায় দিলেন। তাদের ফিরে যাওয়ার চার মাস পর হুযূর (সা.)-এর ইন্তেকাল হয়েছিল।

মহানবী (সা.)-এর সর্বশেষ গযওয়া ছিল **তাবূকের যুদ্ধাভিযান** আর সর্বশেষ সারিয়্যা ছিল **উসামা বিন যায়েদ (রা.)-র সেনাভিযান**।

উসামার বাহিনীর আগে একটি সেনাদল গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণনা রয়েছে যে, মহানবী (সা.) সাহাবিগণকে হযরত যায়েদ (রা.), হযরত জা'ফর (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা (রা.)-এর শাহাদাতের খবর দিলেন এবং তাঁর চোখ থেকে অশ্রু

ঝরছিল। এরপর তিনি বললেন যে, অতঃপর আল্লাহ্‌র তরবারিগুলোর মাঝ থেকে এক তরবারি খালিদ বিন ওয়ালীদ ইসলামের ঝান্ডা ধারণ করে এবং আল্লাহ্ তাঁর হাতে মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন।

হাজ্জাতুল বিদা (বিদায় হজ্জ) থেকে ফিরে যখন মহানবী (সা.) মদীনায় পৌঁছালেন, তখন মুসলমানদের জন্য দক্ষিণের দিক থেকে কোনো বিপদের আশঙ্কা অবশিষ্ট ছিল না, কিন্তু উত্তর দিক থেকে রোমানদের পক্ষ থেকে তখনও বিপদ বিদ্যমান ছিল, কারণ ওই নাসারারা নিজেদের শক্তির ওপর খুবই অহংকারী ছিল। তাই যেকোনো সময় তাদের পক্ষ থেকে হামলা হতে পারত। একইভাবে মূ'তার যুদ্ধে শহীদদের প্রতিশোধ (কিসাস) নেওয়াও বাকি ছিল। কারণ ওই যুদ্ধে হযরত খালিদ (রা.)-এর দক্ষতার কারণেই মুসলিম বাহিনী মদীনায় ফিরতে সফল হয়েছিল। হজ্জ থেকে ফেরার পর বেশি দিন কাটেনি, মহানবী (সা.) হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি সেনাদলকে সিরিয়া অভিমুখে আক্রমণ করার নির্দেশ প্রদান করলেন।

এই সেনাভিযানের প্রস্তুতি মহানবী (সা.)-এর অন্তিম অসুস্থতার সময় শুরু হয় আর তাঁর ইন্তেকালের দু'দিন পূর্বে শেষ হয়। সফর মাসের শেষে তিনি (সা.) তাদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেন। যাত্রাকালে তিনি (সা.) হযরত উসামা (রা.)-কে ডেকে বলেন, তোমার পিতার শাহাদতের স্থান অভিমূখে যাত্রা করো এবং শত্রু বাহিনীকে ঘোড়ার পায়ের নিচে পিষে ফেলো। তোমাকে আমি এই সেনাবাহিনীর নেতা নিযুক্ত করলাম। হযরত উসামা (রা.) মহানবী (সা.)-এর হাত থেকে বাঁধা ঝান্ডা নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং তা হযরত বুরাইদাহ বিন হুসাইব (রা.)-এর হাতে অর্পণ করলেন এবং জুরুফ নামক স্থানে সেনাবাহিনীকে একত্রিত করলেন। জুরুফ মদীনা থেকে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি স্থান। মুহাজির এবং আনসারদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রায় সবাই এই বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত আবু উবাইদাহ (রা.), হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) প্রমুখ ছিলেন। এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাহাবীর উপর হযরত উসামা (রা.)-কে আমির নিযুক্ত করা হয়েছিল।

লোকেরা এ নিয়ে কথা বলতে শুরু করল যে, এত বড় বড় সাহাবীর ওপর একজন বালককে আমির বানানো হলো। মহানবী (সা.)-এর কাছে এই কথা পৌঁছলে তিনি তীব্রভাবে অসন্তুষ্ট হলেন এবং মিম্বরে আরোহণ করে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করলেন। এই ভাষণে তিনি হযরত উসামা (রা.) এবং তাঁর পিতা হযরত যায়েদ (রা.) সম্পর্কে অত্যন্ত উত্তম কথা বলেন।

একদিকে তাঁর (সা.) এর অসুস্থতা বাড়ছিল, অন্যদিকে তিনি জোর দিচ্ছিলেন যে, উসামার বাহিনী যেন যে কোনো মূল্যে রওয়ানা হয়। রবিবার হযরত উসামা (রা.) জুরুফ থেকে ফিরে এসে মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। মহানবী (সা.) কথা বলতে পারছিলেন না, তবে দু'হাত আসমানের দিকে তুলে উসামার মাথার ওপর রাখলেন, যেন তিনি তাঁর জন্য দোয়া করছেন। সোমবার তাঁর প্রকৃতি কিছুটা সুস্থ হলে তিনি উসামা (রা.)-কে বললেন: আল্লাহ্‌তা'লার বরকতে রওয়ানা হয়ে যাও। উসামা (রা.) শিবিরে ফিরে এসে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে হযরত উসামা (রা.) হুযূর (সা.)-এর অন্তিম মুহূর্তের বার্তা পেলেন। তিনি হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) সহ অন্যান্য সাহাবীদের নিয়ে ফিরে এলেন। মহানবী (সা.) অন্তিম নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন।

কিছুক্ষণ পর মহানবী (সা.) খোদার সাথে মিলিত হন। যে কারণে মুসলমান সেনাবাহিনী জুরুফ নামক স্থান থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে।

হযরত উসামা (রা.)-এর বাহিনী হযরত আবু বকর (রা.)-এর বায়আত গ্রহণের পর রওয়ানা হয়ে যায়। এই বাহিনীর সংখ্যা ছিল তিন হাজার, যার মধ্যে এক হাজার ছিল অশ্বারোহী। এই বাহিনী সফলভাবে ফিরে আসে। হয় শত্রুরা নিহত হয়েছিল, নয়তো বন্দী হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে কারো কোনো ক্ষতি হয়নি।

হুযূর আনোয়ার বলেন, যুদ্ধাভিযানের আলোচনার ধারা এখানেই সমাপ্ত হলো। ভবিষ্যতে মহানবী (সা.)-এর জীবনীর অন্যান্য দিক বর্ণনা করব।

সবশেষে, হুযূর আনোয়ার দুজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন। প্রথম জন হলেন, জনাব আযীযুর রহমান খালেদ সাহেব, মুরুব্বী সিলসিলাহ্ এবং জনাব এইধি হামিদী সাহেব, ইন্দোনেশিয়া নিবাসী, যিনি উমরাহ পালন শেষে অসুস্থ হয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তেকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকী-তে তাঁর দাফন হয়। হুযূর আনোয়ার (আই.) তাদের উভয়ের ক্ষমা ও কৃপা লাভের দোয়া করেন আর নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

5 December 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in